

ক্রমিক নং	সুপারিশ/সিক্তি সমূহ	বাস্তবায়ন অঙ্গতি
	বাংলাদেশ রেলওয়ের ইনোভেশন টিমের কমপরিকলানা।	
	(i) অসুস্থ, বয়োবৃদ্ধ, পশ্চ, শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা রোগীদের জন্য রেলওয়ে টেশনে বিশেষ ধরনের সীট বা চেয়ার এর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনের ক্লোর উপরে থাকায় হাইল চেয়ার থেকে ট্রেনে অসুস্থ, বয়োবৃদ্ধ, পশ্চ, শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা রোগীদের উঠানে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিশেষ ধরনের উচু করা যায় এমন চেয়ার ব্যবহার করতে হবে।	ইতোমধ্যে ঢাকা টেশনে এ ধরনের চেয়ার ব্যবহার হচ্ছে।
	(ii) ট্রেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচসমূহে মোবাইলফোন চাজিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।	
	(iii) অন লাইন টিকেটিং কিংবা মোবাইলফোন টিকেটিং সিস্টেমে যাত্রীসাধারণ টিকিট ক্রয় করার পর সাভার হতে ক্রয়কারীর ই-মেইল টিকানায় টিকিট ক্রয় কনফারমেশন মেইল কিংবা মোবাইলফোনে স্মৃদে বাতা প্রেরণ করে। টিকেট ক্রয়কারীর প্রাপ্ত মেইল কিংবা মোবাইলফোনে প্রাপ্ত স্মৃদে বাতাটি রেলওয়ে টেশন এর নিদিত্ত টিকেট কাউন্টারে প্রদর্শনপূর্বক কাউন্টার হতে প্রিন্টেড টিকিট নিতে হয়। এতে যাত্রীসাধারণকে টেশনে অযথা সময় নষ্ট হয়। তাই যাত্রীসাধারণ যাতে তাদের মোবাইলফোনে প্রাপ্ত স্মৃদে বাতা কিংবা ই-মেইলে প্রাপ্ত মেসেজটি প্রদর্শন পূর্বক ট্রেন ভ্রমণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।	
	(iv) ট্রেডিশনাল কোচসমূহে উপর থেকে জানালা নিচে টেনে এনে লাগাতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় জানালা খোলা অবস্থায় ট্রেনের বাকুনিতে জানালা উপর থেকে পড়ে যায়। এতে বহু যাত্রী আহত হয়েছেন। ট্রেনের কোচসমূহের জানালা বন্ধ করতে নীচের দিক হতে উপরে উঠানের ব্যবস্থা থাকলে এধরনের দুঘটনা এড়ানো সম্ভব। অতএব নিচ থেকে উপরে উঠিয়ে লাগানো যায় এধরনের সাটোর ব্যবহার করতে হবে।	
	(v) বতমানে ট্রেন ট্রাকিং মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোন যাত্রী ম্যাসেজ দিয়ে ট্রেনের অবস্থান জানতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ট্রেন ৩-৪ ঘন্টা বিলবে ঢাকায় এসে পৌছে। পুনরায় এই ট্রেনটি ঢাকা থেকে ফিরতি যাত্রা করার কথা। যাত্রীগণ যখন জানতে পারে ট্রেনটি ৩-৪ ঘন্টা পরে ঢাকায় পৌছবে তখন যাত্রীগণ সে ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই ঢাকা টেশনে আসে। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা গেছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩-৪ ঘন্টা বিলবে আসা ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রে ফিরতি ট্রেনের জন্য অন্য একটি রাক দিয়ে যথা�সময়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়। এমতাবস্থায় ট্রেন ট্রাকিং এর মাধ্যমে যে যাত্রীগণ জানতে পারেন যে ৩-৪ ঘন্টা পরে ট্রেন এসে ফিরতি ট্রেন হয়ে ফিরবে তারা এসে দেখতে পায় অন্য একটি রাক দিয়ে ট্রেনটি যথা সময়ে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে ট্রেনটি ফেল করে। এই অবস্থা এড়ানোর জন্য অন্ততপক্ষে দীর্ঘ বিলবে আসা ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রে টেলিভিশনে স্ক্রিলিং এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণকে অবহিত করতে হবে।	